এজেন্ট গার্বো
ও নেকড়ের ডেরা

ছন্দা বিশ্বাস

পুনশ্চ

শুরুর আগে

ঘড়ির কাটায় রাত ঠিক দশটা বেজে পাঁচ মিনিট। ভদ্রলোক সবেমাত্র অফিস থেকে ঘরে ঢুকেছেন। গুনগুন করে গাইছেন, 'তুমি যে এসেছ ও মোর ভবনে, .. গগনে কোন গান জেগেছে ...'

নিচের তলায় সিক্রেট এজেন্সি অফিস। উপরে তাঁর বাসভবন। সহকারী দুইজন মির্জা আর গালিবকে বলে এলেন ফাইলগুলো আলমারিতে গুছিয়ে রেখে অফিস ঘর তালা দিয়ে চলে যেতে।

এখনও পোশাক বদল করেননি তিনি। ঘরে ঢুকে মোবাইল আর চশমাটা টেবিলে রেখে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন। নিশ্চিন্তে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে সবেমাত্র টানার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এমন সময় মোবাইল বেজে উঠল, আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী...

ঘরে ঢুকে মোবাইলটা তুলে দেখেন একটা আননোন নাম্বার থেকে ফোন এসেছে।

ঠোঁটের প্রান্তে সিগারেট ধরা অবস্থাতেই তিনি ফোনটা রিসিভ করে কানে দিলেন, 'হ্যালো?'

ও প্রান্তে একজন ভদ্রলোকের গলা শুনতে পেলেন, 'আপনিই কি মিঃ ...?'

'হ্যাঁ, বলছি-'

'আমি রতনগড়, মহারাষ্ট্র থেকে বলছি। আমি না এই মুহূর্তে খুব কঠিন একটা সমস্যার ভিতরে আছি। সেই কারণে আপনার কাছে ফোন করলাম।'

কথার ভিতরে ভদ্রলোকের অস্থিরতা এবং উদ্‌বেগ লক্ষ করা গেল।

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, বলুন কী সমস্যা?'

ভদ্রলোক ও প্রান্ত থেকে তাঁর সমস্যার কথা বলতে শুরু করলেন।

এরপরে তিনি যা শুনলেন তাতে রীতিমতো বিস্মিত হলেন। কিছু কথা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ায় ভদ্রলোকের কাছে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করে জেনে নিলেন।

ছাইদানীতে সিগারেটের টুকরোটা গুঁজে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাত্র চার মাসের ভিতরে একই শহরে পর পর তিন জন খুন হয়ে গেলেন? এ ছাড়াও আরও একজনের রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয়েছে বলছেন? খুবই

আশ্চর্যজনক ব্যাপার।'

কথাটা বলতে বলতে ব্যালকনি থেকে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন ফোন গ্রাহক।

ফোনের ও প্রান্তে উত্তেজনা চেপে না রেখে ফোন দাতা জানালেন, 'দ্যাট্স্ রাইট স্যার, এই শহরের একজন ডাক্তার, একজন নার্সিং হোমের গ্রুপ ডি কর্মচারী এবং সব শেষে খুন হলেন যিনি তিনিও একজন চিকিৎসক। খুবই কর্তব্যপরায়ণ এবং নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন তিনি। আর চতুর্থ ব্যক্তিটি পেশায় রিকশা চালক।

তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে নানা ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে।

আর এই খুনের সঙ্গে এমন কয়েকজনের নাম উঠে এসেছে তারা খুবই প্রভাবশালী। একটা বিশাল নেটওয়ার্ক কাজ করছে স্যার এর পিছনে। বহু ক্ষমতাবান মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। তাই তাবড় তাবড় পুলিশকর্তারা সত্যিটা জানতে পেরেও মুখ খুলতে চাইছেন না।'

এই পোড়া দেশে ভোট নামক একটি জড়বৎ কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী বস্তু আছে যে কিনা অলক্ষে দেশের মানুষগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। সব সময়ে একটা ঘোরের ভিতরে রেখে দিয়েছে। তবু এই দেশের সকল চিন্তাশীল মানুষ কিন্তু তাদের মেরুদণ্ডটিকে একেবারে বিকিয়ে দেননি। আজও কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা সোজা ভাবে দাঁড়িয়ে সত্যি কথা বলার ক্ষমতা রাখেন।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ফোনের এ প্রান্তের মানুষটি বললেন, 'আচ্ছা একটি কথা বলুন তো ডাক্তার দুইজনের মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল? অবশ্য আপনি যদি ব্যাপারটা সম্পর্কে সঠিক কিছু জেনে থাকেন।'

উত্তরে ফোন দাতা বলেন, 'স্যার, প্রথমেই একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি, আমি কিন্তু এই শহরে মাত্র দুই বছর হল এসেছি। তাই যে মানুষগুলোর কথা আপনাকে বললাম তাদের মৃত্যু সম্পর্কিত গোটা ব্যাপারটা এখনও আমার ভালো করে বোধগম্য হয়নি। অনেকটাই ধোঁয়াশার ভিতরে রয়েছি। এই শহরটাকে এখনও ঠিকমতো চিনে উঠতে পারিনি। যেমন চিনে উঠতে পারছি না আমার কলিগদেরকে। তবে স্যার শুনেছি ডক্টর দুজনের ভিতরে একজনের মৃত্যু হয়েছিল জলে ডুবে। অপরজনের কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। সেই সময়ে দৈনিক খবরের কাগজগুলোতে তেমনি লিখেছিল জেনেছি।'

'পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টেও কি একই কথা লেখা ছিল?'

'পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে লেখা হয়েছিল ডাঃ খাস্তগীরের জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে।

আর দ্বিতীয়জনের ব্লাডে এক বিশেষ ধরণের পয়জেনের উল্লেখ আছে।'

'জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছিল প্রথম জনের?"

'হ্যাঁ,স্যার। কলিগদের মুখ থেকে জেনেছি সেদিন ডাঃ খাস্তগির গিয়েছিলেন উনি যে হাসপাতালে চাকরি করছিলেন সেই হাসপাতালের একজন স্টাফের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। সেই স্টাফের বাড়ির পিছনের দিকে একটা পুকুর ছিল। সেই রাতে পুকুরে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কেউ কেউ বলেন সেইদিন তিনি নাকি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। হয়তো টয়লেট করতে পিছনের দিকে যান এবং তাল সামলাতে না পেরে জলে পড়ে যান। তখন তাঁর আশেপাশে কেউ ছিল না।

এই কথাটাই সেই স্টাফ এবং সেদিন যারা ওনার বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন তারা পুলিশকে জানিয়েছিলেন।

পাবলিক অবশ্য সেকথা বিশ্বাস করেনি। এই অস্বাভাবিক মৃত্যু মানতে পারেননি ডাঃ খাস্তগিরের বাড়ির লোকেরাও। তারা কিছুতেই এটাকে 'নিছক অ্যাকসিডেন্ট' বলে ধরে নিতে পারছেন না। তাদের ধারণা এটি একটি পরিকল্পিত খুন। হাসপাতালের অন্যান্য কলিগদের ভিতরে আজও ডাঃ খাস্তগিরের মৃত্যু নিয়ে চাপা গুঞ্জন শোনা যায়। কেউ কেউ এমন কথাও বলেছে যে স্রেফ টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। যে লোকটির বাড়িতে তিনি সেদিন যান তার সঙ্গে পার্টির নেতাদের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। যাকে বলে, ফ্রেন্ডশিপ টু ড্রিংক ওয়াইন ফ্রম এ বটল।'

'আর অন্য জনের মৃত্যু হয়েছিল কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এ—, তাই তো?'

'এই মৃত্যু নিয়েও ধোঁয়াশা ছিল—

কথাটা বলতে গিয়েও তিনি কমপ্লিট করলেন না।

এ প্রান্ত থেকে বললেন, 'ঠিক আছে দেখছি। আমি রতন গড়ের এই ঘটনার কথা আগেই জেনেছিলাম। কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত পরপর আরও তিন জনের মৃত্যু হয়েছিল সেটা জানতাম না। আসলে তখন আমি কলকাতায় বিশেষ একটা ইনভেস্টিগেশান নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম । আমার একজন বন্ধুর মুখ থেকে সেদিনই ঘটনাটা জানতে পারলাম।'

'আমিও স্যার বুঝতে পারছি না একই শহরে বিভিন্ন পেশার মানুষগুলো কী জন্যে মারা গেলেন। কীভাবে তারা একই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন, কেন তারা সকলে টার্গেট হলেন সেটাই ভাবাচ্ছে আমাকে।'

কথাগুলো ভদ্রলোক খুব মন দিয়ে শুনলেন, তারপরে ফোন দাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু একটা কথা বলুন, আপনি তো সবে মাত্র দুই বছর হল ওই